46

25 MAY 1987

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

জামালপুর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর নানা সমস্যা

জামালপুর, ২৪ মে (সংবাদদাতা)।— জামালপুর জেলার ৭টি উপজেলার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নানা সমস্যা বিদ্যমান থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান, প্রয়োজনীয় চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, জরাজীর্ণ স্কুল ঘর, শিক্ষকের অপ্রতুলতা, খাবার পানি ও পয়ঃপ্রণালীর অব্যবস্থা এবং কর্তৃপক্ষের অবহেলা ইত্যাদি সমস্যাই প্রধান।

জেলা পরিসংখ্যান সূত্রে জানা গেছে, এ জেলায় সর্বমোট ৫শ' ৪২টি সরকারী ও ৯৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এ সমস্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় জায়গার অভাব প্রচুর। ফলে, জায়গার অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় বেঞ্চ না থাকায় প্রতি বেঞ্চে ৫ জনের স্থলে ৮/১০ জন করে বসতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক বিদ্যালয়ে বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে কিংবা মাটিতে বসে লেখাপড়া করছে। শিক্ষকদের চেয়ার-টেবিলেরও অভাব রয়েছে। ব্লাক বোর্ড, চক, ডাস্টারসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের অভাব প্রচুর। অনেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষকও নেই। প্রায় বিদ্যালয়ের ঘরের অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ। এমনকি অনেক বিদ্যালয় ঘরের উপরের ও চারপার্শ্বের ছাউনি না থাকায় এবং প্রয়োজনীয় মেরামতের অভাবে রোদ বৃষ্টিতে ভিজে-পুড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করতে হয়। এতে স্বাভাবিক লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সমস্ত অবস্থা বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে অধিক বিদ্যমান। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। এ ছাড়া প্রায় বিদ্যালয়ে আরও একটি প্রধান সমস্যা রয়েছে তাহলো খাবার পানির তীব্র সংকট ও পয়ঃপ্রণালীর অব্যবস্থা। খাবার পানি ও পয়ঃপ্রণালীর কোন ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ে আগত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের পানি পানের ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অবশ্য ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ও উপজেলা পরিষদ থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নতুন সেমি-পাকা ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন বিদ্যালয়ের সংস্কার করা হচ্ছে যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছেন বলেও অভিযোগ শুনা যায়।

শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয় সে জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এটাই অভিজ্ঞ মহলের অভিমত।